দশকের পর দশক জুড়ে পুরো পৃথিবী জুড়ে হিসেব করলে এই সংখ্যাটা কতো বড় হতে পারে... চিন্তা করতে পারো?

গর্ভপাতের ফলে মেয়েরা শারীরিক ক্ষতির মুখে পড়ে। জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে! ভবিষ্যৎ দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য কেবল এই একটা জিনিসই যথেষ্ট।

শুধুই কি খুন করা বা শারীরিক ক্ষতি? মনস্তাত্ত্বিক যে চাপ পড়ে তা অবর্ণনীয়। বিয়ে ছাড়া প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে প্রেমিক-প্রেমিকা (বিশেষ করে প্রেমিকারা) এবং তাদের পরিবারগুলো যে কী ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে পড়ে, তা সেই অবস্থার মধ্যে না পড়লে বুঝতে পারবে না।

সাধারণত প্রেগন্যান্ট হবার খবর শোনামাত্রই বয়ফ্রেন্ড ব্রেকআপ করে ফেলে। কোনো দায়দায়িত্ব নিতে চায় না। বিয়ের কথা বললে টালবাহানা শুরু করে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছবি/ভিডিও ভাইরাল করে দেয়। অনেক সময় প্রেমিকাকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে! সব দায়দায়িত্ব নিতে হয় প্রেমিকা আর তার পরিবারকে। আকাশ ভেঙে পড়ে তাদের মাথায়। জানাজানি হলে সমাজে কীভাবে মুখ দেখাবো, এই বাচ্চা নিয়ে কী করবো, গর্ভপাত করার ক্লিনিক কই পাবো...মেয়ের বিয়ে কীভাবে দেবো?

গর্ভের সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা, সদ্যোজাত শিশুকে ডাস্টবিনে, কমোডে, রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে আসা... এই মহাপাপের গ্লানি আর স্মৃতি পুরোপুরি ভুলতে পারা যায় না, সারাজীবন তা তাড়া করে বেড়ায়। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, বেঁচে থাকলে কতো বড় হয়েছে, কেমন আছে, দেখতে কেমন হয়েছে...অসম্ভব একটা অপরাধবোধ কাজ করে। আর আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি তো আছেই।

সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিল এই সমাজ, এই বিশ্বব্যবস্থা—গানে আর কবিতায়। কিন্তু সেই বিশ্বব্যবস্থা আজ জল্লাদের নাম ভূমিকায় অভিনয় করা শুরু করেছে। হয়ে গেছে শকুনের চেয়েও নির্দয়।

বিয়ে বহির্ভূত প্রেমকে মহান পবিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে, যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে শুয়ে পড়াকে মৌলিক মানবাধিকার বানিয়ে এই বিশ্বব্যবস্থা পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি প্রাণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে—এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে?

এই খুনের দায়ভার কেন নেবে না এই বিশ্বব্যবস্থা? এই কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুদের খুনের কারণে প্রেম ভালোবাসার ফেরিওয়ালাদের কাঠগড়ায় কেন দাঁড় করানো হবে না? কেন বিশ্বের সকল সংবাদমাধ্যমের প্রথম পাতা জুড়ে লাল কালিতে লেখা হবে না—'বিয়ে বহির্ভূত প্রেম নিষ্ঠুর এক খুনি!' এই কি তবে প্রেম? এই সেই পবিত্র প্রেম?
এই তোমার সস্তা সুখের দাম?

শীঘ্রই বিশাল এক মাঠে সমবেত হতে যাচ্ছি আমরা। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে সমবেত হবে সারিবেঁধে। নতমুখে। আল্লাহর সামনে। একে একে আসবে ছুরি আর কাঁচিতে নিষ্ঠুরভাবে খুচিয়ে খুঁচিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা সকল শিশু; ডাস্টবিন আর কমোডে ছুড়ে ফেলা সকল নবজাতক; কুকুরের মুখ থেকে বেঁচে ফেরা সকল নিষ্পাপ মানবাত্মা। বিচার দিবসের মালিক মহান আল্লাহর সামনে তারা তাদের অভিযোগ জানাবে। মালিকুল মুলক আল্লাহ সেইদিন বিচার করবেন। প্রশ্ন করবেন—সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার সামর্থ্য কি তোমার হবে?

রেফারেন্সঃ

1. কুকুরের মুখে নবজাতক: দুরন্ত কিশোরের দল ও এক নারীর মহানুভবতা। bdnews24.com, Oct 12, 2015- tinyurl.com/2r7cpbvm

2. ডাস্টবিনে ফেলে রাখায় কুকুরের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত নবজাতক। Banglavision News ইউটিউব ভিডিও, Nov 29, 2021- tinyurl.com/yc6pjeja

3. বাংলাদেশে নবজাতককে ফেলে দেওয়ার ঘটনা বাড়ছে। বিবিসি বাংলা, জানুয়ারি ১৪, ২০২১- tinyurl.com/2p8vnpw6
ডাস্টবিনে নবজাতকের কান্না। odhikar.news, জুন ০১, ২০১৮ tinyurl.com/bdfpptex
বাড়ছে পরিচয়হীন নবজাতক, সমাধান কী? bd-journal.com, ২২ জানুয়ারি ২০২১ tinyurl.com/k565mx77
কুকুরের মুখে জীবিত নবজাতক! পাপ ঢাকতেই ফেলে যাচ্ছেন মায়েরা। My Search | EP 15 | Crime Show,mytv Bangladesh ইউটিউব ভিডিও, Dec 12, 2020 - tinyurl.com/yh7b6aja

4. This Is the Average Age Teens Are Losing Their Virginity, seventeen.com,- tinyurl.com/msa9nu6a
The 10 Worst Impacts of the 1960s Sexual Revolution, movieguide.org-tinyurl.com/bdz5rs2s
Abortion in numbers, thelifeinstitute.net- tinyurl.com/mus42brk

5. গর্ভের সন্তান খুন করার মাঝেই এই বিশ্বব্যবস্থা এখন আর সীমিত নেই। জন্ম নেওয়া সন্তানদেরও খুন করাকে বৈধতা দিতে শুরু করেছে এই সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থা। বিস্তারিত - Lost Modesty ফেইসবুক পোস্ট, মে ৬, ২০২২- tinyurl.com/42wzecu4

6. Adama, T. (2013). "The moral implication of abortion in Nigeria: The Christian perspective", Nigerian Journal of Social Sciences Vol. 9 No. 1

কিশোরীকে ভুট্টাক্ষেতে শ্বাসরোধে হত্যা, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড, channel24bd.tv, আগস্ট ৮, ২০২২- tinyurl.com/42za5vwz

Muwahhidah
দু'আ। ভালবাসা। সহযোগিতা

কাছে আসার আরেক গল্প

প্রেম, হত্যা ও হাশর

প্রচারেঃ সচেতন তরুণ সমাজ

১৫ সেপ্টেম্বর। ২০১৫। পড়ন্ত দুপুর।

কাফরুলের পুরনো বিমানবন্দরের মাঠের ঝোপে সিমেন্টের খালি বস্তায় মোড়ানো আবর্জনার স্তূপের পাশে পড়েছিল সে। জন্মের পর মায়ের বুকের ওম পাওয়া হয়নি। আমাদের সমাজে পোয়াতি ঘরের নতুন অতিথির মুখে মধু দিয়ে বরণ করা হলেও নবজাতকটির ভাগ্যে মধু দূরে থাক, এক ফোঁটা পানিও জোটেনি। একদল কুকুর সেই বস্তা ভেদ করে টেনেহিঁচড়ে ওকে নিজেদের খাবারে পরিণত করেছিল। খাবলে খেয়েছিল ওর আঙুল, নাক ও ঠোঁটের অংশ।

কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দে এগিয়ে যায় অনুসন্ধিৎসু কিশোরের দল। ঢিল ছুড়ে তাড়ায় ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে। কিশোর দলের চোখ আটকে যায় একদিন বয়সী ছোট্ট একটি শিশুর রক্তাক্ত দেহের উপর। চিৎকার দেয় ওরা। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় জাহানারা নামে স্থানীয় এক নারী এগিয়ে যান আবর্জনার মতো করে ছুড়ে ফেলা শিশুটাকে বাঁচাতে। পবিত্র প্রেমের বলি হওয়া থেকে বেঁচে যায় নিষ্পাপ শিশুটি।

বিয়ে-বহির্ভূত পবিত্র
প্রেম-ভালোবাসার এ এক অনিবার্য পরিণতি!
ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে খুবলে খুবলে খাওয়া নবজাতকের নিষ্পাপ দেহ, টয়লেটের কমোডে কিংবা হলের ট্রাংকে নবজাতকের লাশ। জাস্ট কয়েক মিনিটের সাময়িক আনন্দের জন্য নিষ্পাপ শিশুর রক্তে হাত রাঙায় তারই জন্মদাতা আর জন্মদাত্রীরা! মানবসভ্যতার কী করুণ এক পরিণতি! এই বিশ্বকাঠামো রঙচঙ মেখে কাছে আসার গল্প শেখায়। কিন্তু কাছে আসার গল্পের পরের দৃশ্য আর দেখায় না।

ডাস্টবিনে রাস্তায় নবজাতককে ছুড়ে ফেলার ঘটনাগুলো চোখে লাগে। সংবাদ শিরোনাম হয়। তবে এর চাইতেও আরো নিষ্ঠুরভাবে, আরো সিস্টেমেটিকভাবে 'পবিত্র প্রেমের' ফসল কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। নীরবে, নিভৃতে। যা নিয়ে কোনো সংবাদ হয় না। উল্টো মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো সুশীল প্রগতিশীলরা নিষ্পাপ শিশুর মানবাধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রক্তের আদিম নেশায় হাততালি দেয়।

আইনওয়ালারা চোখ বুজে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। কেউ কেউ 'গর্ভ যার, সিদ্ধান্ত তার' এই যুক্তিতে বৈধতাও দিয়ে দেয় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য গণহত্যাগুলোর একটি—গর্ভপাতকে।

অন্ধকার যুগে মেয়ে নবজাতক হলে জীবন্তই পুঁতে ফেলা হতো। আর এখন এই অতি আধুনিক যুগে শুধু মেয়ে শিশু না, ছেলে শিশুকেও খুন করার জন্য ছুড়ে ফেলা হয় রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে। আইয়ামে জাহিলিয়াতের চাইতেও নির্দয় আকারে ফিরে এসেছে মানবশিশু খুনের মহাউৎসব!

গর্ভপাতের প্রক্রিয়াটা খুবই নির্দয়, নিষ্ঠুর। সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দিয়ে গর্ভের শিশুকে টুকরো টুকরো করা হয়। শকুন বা কুকুর যেমন খুবলে খুবলে খায় মানুষের মৃতদেহ, ঠিক তেমন করেই খুবলে খুবলে মায়ের নিরাপদ গর্ভ থেকে বের করে নেওয়া হয় শিশুর শরীরের টুকরো—পা, পেট, পাঁজর, হাত, থেঁতলে ফেলা মাথা!

১৯৭৩ সালে গর্ভপাতকে বৈধতা দেবার পর গত ৪৭ বছরে কেবলমাত্র অ্যামেরিকাতেই ৬ কোটি ২০ লাখেরও বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে।

হিটলার ৬০ লাখ ইহুদীকে খুন করেছিল

গর্ভপাতের মাধ্যমে অনাগত সন্তানদের হত্যা করার এই পরিমাণ হিটলারের হত্যাকাণ্ডের চাইতেও প্রায় ১০ গুণ বেশি!

অ্যামেরিকায় হাইস্কুল শেষ করার আগেই **শতকরা ৪০ জন** সে* করে ফেলে।

১৭ বছরেই প্রায় সবাই ভার্জিনিটি হারিয়ে ফেলে।

আর ২০ বছরের মাথাতেই **প্রতি ৩ জন কিশোরীর ১ জন** প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়।

শতকরা ৮২ জনই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রেগন্যান্ট হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা **গর্ভপাত** করে ঝামেলা খালাস করে ফেলে।

CDC এর ডাটা বলছে ২০২০ সালে অ্যামেরিকাতে ৯ লাখ ৩০ হাজার ১৬০ টি গর্ভপাত হয়েছে। যার ৯% করেছে ১৩-১৯ বছর বয়সীরাই। অর্থাৎ প্রায় ৮৪ হাজারের মতো শিশু খুন করেছে তারা। চিন্তা করো ৮৪ হাজার মানবশিশু শুধু অ্যামেরিকাতেই, শুধু এক বছরেই! ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান বলছে গর্ভপাত করা নারীদের শতকরা ৮৫ ভাগই অবিবাহিত। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু খুনের মহাউৎসবের কারণ হলো বিবাহ বহির্ভূত 'পবিত্র (!) প্রেম'।